R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২১শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪১৭।
৮ই ডিসেম্বর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

জঙ্গিপুর পুরসভার লজ্জা – রঘুনাথগঞ্জ শহরে সবজি বা মাছ-মাংসের কোন স্থায়ী বাজার নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরে এখনও সবজি বা মাছ-মাংসের কোন স্থায়ী বাজার নেই। অথচ আর পাঁচটা মহকুমার থেকে এর গুরুত্ব বর্তমানে অনেক বেশী। যার সুবাদে দ্বিতীয় জেলা হিসাবে প্রাধান্য পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর আগে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে পুর কর্তৃপক্ষ সুপার মার্কেট নির্মাণ করেন। সেখানে বাজার চালুও হয়। এলাকার চাষীদের উৎসাহে তরিতরকারী কেনাবেচা শুরুও হয়। কিন্তু বাজার জমতে না জমতেই স্বার্থের দ্বন্দ্বে শুরু হয়ে যায় ভাঙন। তদানীন্তন পুরবোর্ডের এক প্রভাবশালী কমিশনার তার বাজারের স্বার্থ রক্ষায় পুর মার্কেট চালুর সব প্রচেষ্টা বানচাল করে দেন। পরবর্তীতে পুরবোর্ডের কারসাজিতে বিভিন্ন জনে নামমাত্র টাকায় ঘরগুলো বন্দোবস্ত নিয়ে নিজেদের দখলে রেখে দেন। আজ সদরঘাট সুপার মার্কেটের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন কয়েকজন ব্যবসায়ী।

সেদিনের রঘুনাথগঞ্জ আর আজকের রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ফরাক্কা এন.টি.পি.সি., ফরাক্কা অম্বুজা সিমেন্ট কারখানা, সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্ট, সোনারবাংলা সিমেন্ট কারখানা, ইনকাম ট্যাক্সের রিজিওনাল অফিস, প্রণব মুখার্জীর দৌলতে প্রায় ডজন খানেক ব্যাঙ্ক এখন রঘুনাথগঞ্জকে ঘিরে। এছাড়া জাতীয় সড়ক উন্নয়নের প্রয়োজনে (শেষ পাতায়)

অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের গণ ধোলাই-এ এক শিক্ষক হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান গঙ্গা রেল স্টেশন সংলগ্ন এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আবাসিক ছাত্রীদের শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে ঐ স্কুলের জনৈক শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন গত ২২ নভেম্বর অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের গণধোলাই এ গুরুতর জখম হন। সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ তাকে তারাপুর হাসপাতালে ভর্তি করে। খবর, শহর থেকে দূরে একরকম লোকালয়ের বাইরে 'দি সাইনিং ফিউচার আকাডেমী' নামে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কয়েক বছর আগে চালু হয় ধুলিয়ান গঙ্গা রেলস্টেশন এলাকায়। সেখানে হোষ্টেলে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে থাকে। শিক্ষক জাহাঙ্গীর ও এক অশিক্ষক কর্মচারী কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন ব্যবহার শুরু করে কয়েকমাস ধরে। তারা প্রায় মোবাইলে ব্লু-ফিল্ম দেখানো ছাড়া ঐ সব ছাত্রীদের বিবস্ত্র করে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করত। এই ঘটনা অভিভাবকদের কানে এলে তারা স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মানব মৈত্রর কাছে লিখিত অভিযোগ দিলেও তিনি নাকি এর কোন গুরুত্ব দেননি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশীরভাগ অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের ঐ স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন।

পুলিশের সম্প্রীতি ফুটবল এলাকার মানুষকে আনন্দ দিয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের উপদ্রুত এলাকা গিরিয়া ও সেকেন্দ্রা অঞ্চলে সম্প্রীতি আনতে রঘুনাথগঞ্জ থানা ফুটবল কমিটির উদ্যোগে গত ২৮ নভেম্বর যে খেলার সূচনা হয়, গত ৫ ডিসেম্বর চূড়ান্ত খেলার মধ্য দিয়ে তা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। সেকেন্দ্রার তাঁতিপাড়া টিম সেকেন্দ্রার রামেশ্বরপুর টিমকে ২ গোলে পরাজিত করে। এই খেলা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জেলার অন্যতম রেফারী সুবীর ভক্ত। এ ক'দিনের খেলায় ছোটখাটো উত্তেজনা বা রেফারীর ভূল নির্দেশে খেলা বাতিল হলেও দুটো পঞ্চায়েতের মানুষের মেলবন্ধনে ফুটবল প্রদর্শনী অনেকটা কাজ করে। এতদিন (শেষ পাতায়)

গ্রামবাসীদের জনহিতকর উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মণিগ্রামের 'পৈতা পুকুর' পবিত্র জলাশয়। ইংরেজ আমলে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর স্বয়ং উপস্থিত থেকে এলাকার মানুষের কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে এই জলাশয় নাকি খনন করান। এলাকার প্রতিমা বিসর্জন বাদে পূজাআর্চায় এই জল গ্রামবাসীরা ব্যবস্থার করতেন। সম্প্রতি ওখানকার জনৈক রামলাল রাজমল্লের উদ্যোগে ঐ পুকুরে ওঠা-নামার জন্য পাকা ঘাট নির্মাণ করা হয়। এর সিংহভাগ অর্থ বহন করেন ওখানকার তপন গাঙ্গুলী বলে খবর। এলাকার মানুষ গ্রাম থেকে পুকুর পর্যন্ত (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪১৭

চাই সচেতনতা, চাই অঙ্গীকার

তখন তাঁহার যুবা বয়স। পিতার নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কাজ দেখা শোনা করিবার জন্য পতিসর-কালীগ্রাম-শিলাইদহ গিয়াছিলেন। এই অঞ্চলগুলি এখন বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত। সেখানে গিয়া তিনি সেই সময় বাংলার মুখ দেখিয়া কী বোধ করিয়াছিলেন ? বিস্ময় না বেদনা ? সম্ভবত দুই-ই তাঁহার মর্মলোককে আলোড়িত করিয়াছিল। তখন ছিল অখণ্ড বাংলা, তাহা ছিল বিট্রিশ শাসনাধীন। সেদিন বাংলার মুখে দেখিয়াছিলেন শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। সে কাহিনী ছিল কষ্টের সংসারের, বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথার। নতশির, মূক মানুষের মুখচ্ছবি তাঁহাকে ব্যথিত এবং বেদনার্ত্ত করিয়াছিল। তাহারা সেদিন ছিল অন্নহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন। ব্যথিত কবি ইহার কারণ খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল– মানুষের সকল প্রকার দুঃখের কারণ তাহাদের অবিদ্যা বা অশিক্ষা। এই অবিদ্যা মানুষের মনে প্রশ্রয় দেয়, পালন করে কুসংস্কারকে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, কুসংস্কারের সূতিকাগার হইল অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষের অন্তর। তাই শতাব্দীর অভিশাপ বহন করিয়া আসিয়াছে সমাজের সাধারণ মানুষ। চক্ষুষ্মান হইয়াও তাহারা অন্ধত্বের কূপে নিমজ্জিত থাকিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে। একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিয়াছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বর্ণরথ দ্রুত গতিতে ধাবমান। বিশ্বায়নের ময়ূখ মালা দিকে দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইহারই প্রেক্ষিতে আমাদের দেশঘরের মানুষের অপরিবর্ত্তিত মানসিকতা স্বভাবতই বিস্ময়ের কারণ হয়, বেদনার কারণ তো অবশ্যই। পরাধীন ভারতবর্ষে আমরা সব দিকেই, সব বিষয়ে বঞ্চিত ছিলাম। সুযোগ ছিল না শিক্ষার, স্বাস্থ্যের। কিন্তু আমরা এখন স্বাধীন দেশের মানুষ হইয়া এই সুযোগ কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি ? পৃথিবীর জঞ্জাল কতটা সরাইতে পারিয়াছি ? নবজাতকের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী, তাহাদের সুস্থ দেহমন গঠন করিবার জন্য আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষ কতটা অগ্রণী হইতে পারিয়াছে ? যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই। তাহার কারণ – সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা এবং অবিদ্যা রহিয়া গিয়াছে। ইহার মুক্তির জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগেই বলিয়াছিলেন–লেখাপড়া শিক্ষাই হইতেছে এই সব হইতে মুক্তির একমাত্র সরণি। শুধু শিক্ষা কেন ? চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু। ইহার অধিকার অর্জন করিতে হইলে সবার আগে দরকার সচেতনতা। শিক্ষার পরেই স্বাস্থ্যের কথা আসে। তামাম বিশ্ব আজ দূষণের শিকার। উৎকট ব্যাধি আজ মানুষের দেহে।

নিমতিতার জমিদার বাড়ি হেরিটেজ বিল্ডিং হোক

— সাধন দাস

সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার শুটিং স্পট নিয়ে ট্যুরিজম সার্কিট তৈরি করতে চায় রাজ্য সরকার। সম্প্রতি এই চিত্তাকর্ষক পর্যটন প্রকল্পটির জন্য কেন্দ্রের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। এই পর্যটন প্রকল্পের মানচিত্র অবশ্যই মুর্শিদাবাদের নিমতিতার জমিদারবাড়ির স্থান পাওয়া উচিত।

সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' ছবির প্রায় সম্পূর্ণ শুটিং এই জমিদারবাড়িতে হয়েছিল – সংস্কারের অভাবে যা এখন ধ্বংসের মুখে। এই বাড়িটি এবং এই এলাকাকেও সত্যজিৎ রায়ের এত ভাল লেগে যায় যে তিনি পরে 'দেবী' বা তিনকন্যা-র 'মণিহারা' ছবিতেও বাড়িটিকে ব্যবহার করেন। সমাপ্তির সেই গ্রামের দৃশ্যের জন্যেও ফিরে এসেছিলেন নিমতিতার জগতাই-এ। সমাপ্তি ছবির জন্য তৈরি করতে হয়েছিল একটি রথ। বংশী চন্দ্রগুপ্তের হাতে তৈরি সেই রথকে ঘিরে বহুদিন গ্রামে রথের মেলা বসত। 'দেবী' ছবির জন্য রামচন্দ্রের অকাল বোধনের মত সত্যজিৎ রায়ও অসময়ে রীতিমতো শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে জাঁকজমক করে দুর্গাপূজা করেছিলেন।

শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায়ের শুটিং স্পট বলেই নয়, বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই জমিদারবাড়ির ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। নিমতিতার জমিদার দ্বারকানাথ চৌধুরীর পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৮৯৭ সালে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন 'হিন্দু থিয়েটার'। তিনি একটি স্থায়ী নাটমঞ্চ তৈরি করেছিলেন। এই নাটমঞ্চে বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা পটচিত্র ছিল। মঞ্চের দৈর্ঘ্য ছিল ৪০ ফুট, প্রস্থ ৩০ ফুট। উইংস ছিল ৮টি। ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজেরা ছাড়াও কলকাতার স্টার থিয়েটারের কলাকুশলীরা অভিনয় করেছিলেন সাবিত্রী, চন্দ্রশেখর, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি নাটক। শোনা যায়। নিমতিতা জমিদারবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'আলমগীর' নাটকটি জমিদার বাড়িতে বসে রচনা করেছিলেন। নাটকটি মহেন্দ্রনারায়ণের নামে উৎসর্গও করেন। একবার দোলযাত্রায় নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী এসে স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে আলমগীর নাটকে আলমগীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আগের দিন একই চরিত্র অভিনয় করেছিলেন জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। উদিপুরী চরিত্রে স্থানীয় শিল্পী যুধিষ্ঠিরের অভিনয় দেখে শিশিরকুমার মুগ্ধ হন। এই নাটমঞ্চে অভিনীত হয়েছে বিল্বমঙ্গল, সাজাহান, মেবার পতন, রঘুবীর, প্রতাপাদিত্য, দুর্গাদাস, চাঁদাবিবি, ভীষ্ম প্রভৃতি নাটক। মঞ্চসজ্জায় ছিলেন চৌধুরীবাড়ির জামাতা কৃষ্ণনাথ মজুমদার। এই মঞ্চের স্থায়ী নৃত্যশিক্ষক ছিলেন কলকাতার মণিমোহন ভট্টাচার্য্য ও দাশরথি সেনগুপ্ত। এই নাটমঞ্চ এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

এই জমিদার বাড়িতেই মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ভাই জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কন্যার বিবাহ বাসরে কবি নজরুলের সঙ্গে যোগীবর বরদাচরণ মজুমদারের প্রথম পরিচয় হয়। এই বিবাহ বাসরে নজরুল বরযাত্রী এসেছিলেন এবং কন্যাপক্ষের আমন্ত্রণে আসেন বরদাবাবু। বরদাবাবুর 'পথহারার পথ' গ্রন্থের ভূমিকায় নজরুল লিখেছিলেন – 'সেই বিবাহসভায় আমার বধূরূপিণী আত্মা তাহার চিরজীবনের সঙ্গীকে বরণ করিল। এমনি শুভক্ষণে আনন্দবাসরে আমি আমার ধ্যানের দেবতাকে পাইলাম।

নিমতিতার যে জমিদারবাড়ি এত মহার্ঘ্য স্মৃতিতে মুখর হয়ে আছে, তাকে অবশ্যই হেরিটেজ বিল্ডিং এর মর্যাদা দেওয়া উচিত এবং বাংলার ট্যুরিজম সার্কিটের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

চালুনি বলে ...

— কৃশানু ভট্টাচার্য্য

ঢাক বাজছে তারস্বরে – ঢাকের আওয়াজে কান পাতাই দায়। দেশে এখন উন্নতি চারদিকে। টিভি খুললেই দেখা যাবে কোথাও নতুন ধরনের বাড়ীর বিজ্ঞাপন, কোথাও বা নতুন ধরনের দেওয়াল রং এর বিজ্ঞাপন, পাশাপাশি দেশে নাকি শৌচাগারের চেয়ে মোবাইল এর সংখ্যা বেশী। সেটাও বোঝা যায় টিভি'র কল্যাণে। নতুন নতুন (৩য় পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পানীয় জল ও বিদ্যুতের অপচয়

জঙ্গিপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ত্রুটিপূর্ণ ট্যাপগুলো দিয়ে পানীয় জল পড়ে গিয়ে অযথা নষ্ট হচ্ছে। কেউ দেখার নেই। সদ্য নির্বাচিত কাউন্সিলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও এর কোন প্রতিকার হয়নি। একইভাবে অপচয় হচ্ছে বিদ্যুতের। বেলা ৯ টা ১০টা পর্যন্ত অনেক দিন রাস্তার লাইট জ্বলেই থাকছে। জনগণের টাকার অপচয় বন্ধে কার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো ?

অসিত বারিক, রঘুনাথগঞ্জ ভাগীরথীপল্লী

আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা যাহাতে তাহার উত্তরাধিকার না পায় তাহার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সতর্ক সাবধান হওয়া দরকার। আমাদের শিশু সন্তানকে নীরোগ সুস্থ করিয়া তোলা আমাদের অভিভাবক অভিভাবিকাদের নৈতিক পবিত্র দায়িত্ব। সম্প্রতি সারা বিশ্বকে পোলিও রোগমুক্ত করার বিশেষ এবং সার্বিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক নাগরিকের অংশ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, লজ্জারও বটে, জঙ্গিপুর মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলে পালস্ পোলিও টিকাকরণের কর্মসূচীতে বেশ কিছু সংখ্যক অভিভাবক অভিভাবিকার উদাসীনতা, অনীহা দেখা গিয়াছে। অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং সম্ভবতঃ ধর্মীয় গোঁড়ামি ইহার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। মনে রাখা দরকার – এই সময় এবং সুযোগ যেন নষ্ট না হয়। কারণ সমাজের সর্বস্তরে মানুষকে অঙ্গীকার করিতে হইবে সুকান্তের ভাষায় "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।"

চালুনি বলে ...

(২য় পাতার পর)

নেটওয়ার্ক, নতুন ধরনের প্ল্যান – লোকে না ব্যবহার করলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে কেন ? কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি সত্যই এতটা উজ্জ্বল। সরকারী হিসাবে এদেশে গরিবের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ। এই হিসাবের মাপকাঠি নিয়ে বিস্তর বিতর্ক ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। সে বিতর্ক মাথায় না রেখেও সরকারী বক্তব্য অনুসারে ১০ জনের ৪ জন গরীব – কতটা গরীব ? এদের দুবেলা কেন একবেলাই খাবার জোটে না। অর্জুন সেনগুপ্ত কংগ্রেসের একজন সাংসদ ছিলেন, ছিলেন যোজনা কমিশনের কর্তা। তিনি সরকারের নির্দেশে সমীক্ষা করে দেখেছিলেন দিনে ২০ টাকা রোজগার করে না এদেশের অর্দ্ধেকেরও বেশী মানুষ। এরাই তো গরীব – এরাই খাবার না পেয়ে আত্মহত্যা করে, সংবাদপত্রের কলমচিরা তাদের আত্মহত্যা নিয়ে নিবন্ধ লেখেন, চ্যানেলে বসে তার বিষয়ে তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন আর বিদায় বেলায় 'পণ্ডিতবিদায়ী' গ্রহণ করেন। রাজা আসে, রাজা বদলায় – শুধু পোশাকের রং বদলায় — দিন বদলায় না।

একটা সমীক্ষা করেছে ফাউণ্ডেশন ফর আসেরেরিয়াল স্টাডিজ – কৃষি নিয়ে এরা সমীক্ষা করে। এ বছরে ওদের সমীক্ষার বিষয় ছিল ভারতের গ্রামের মানুষের কতজনের কাছে জমিজমা, মোবাইল, টিভি, ডিভিডি এসব আছে। এরা মাত্র ১৪টি গ্রামে এই সমীক্ষা করেছে। এদের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের তিনটে গ্রাম আছে। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ এর ২টি গ্রাম আছে। যদি কেউ মনে রাখেন তবে দেখবেন ৬৩ বছরের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই ছয়টি রাজ্যে বেশীর ভাগ সময়ে ক্ষমতা দখল করেছিল কংগ্রেস। বর্তমানেও কংগ্রেস এই রাজ্যের নির্ণায়ক শক্তি। দেখা গেছে রাজস্থানের উদয়পুর জেলার দুঙ্গারিয়া গ্রামের চার হাজার বাড়ীর মাত্র ৯ টিতে বিদ্যুৎ যোগাযোগ আছে। ১২ শতাংশ বাড়ীতে রেডিও আছে। বড়লোকদের বাড়ীতে আছে সবকটিই। কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরিবারের নিজস্ব মালিকানায় জমি নেই। সমীক্ষাটি জমির মালিকানা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছে যে এলাকায় ভূমিসংস্কার না হবার কারণে জমির বন্টন ও সেই বন্টনের জের ধরে সম্পদের বন্টনে অসাম্য।

রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সহায়তায় অক্সফোর্ড পপার্টি অ্যাণ্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটেভ সারা দুনিয়াতে দারিদ্র নিয়ে একটা সমীক্ষা করেছে। তাদের হিসাব আফ্রিকা মহাদেশের ২৬টি দরিদ্রতম দেশে গরীবের সংখ্যা ৪১কোটি। আর ভারতের কয়েকটি রাজ্যের গরীবের সংখ্যা এদের চেয়েও বেশী। এটা বলে রাখা ভালো যে কে গরীব আর মাপকাঠি তৈরী করেছে এই সংগঠন যা আফ্রিকা ও ভারতে অভিন্নই ছিল। অর্থাৎ একই স্কেল দিয়েই গোটা মাপামাপি হয়েছে। ভারতের রাজ্যের নামগুলি জানতে ইচ্ছে করছে ? বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িষ্যা আর রাজস্থান।

দেশের সমীক্ষা আর বিদেশের সমীক্ষাতে ফলাফল তো একই রয়ে গেল। অথচ দেশের অর্থমন্ত্রী গত আগষ্টে সংসদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন দেশে মানুষের হাতে প্রচুর টাকা। কাদের হাতে ? মুষ্ঠিমেয় মানুষের হাতে।

সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী রাজ্যে এসেছিলেন। কলকাতার শহীদ মিনারে সভায় বলেছেন এ দেশে রয়েছে দুটো ভারত চকচকে আর নিরন্ন। তার পরের আক্রমণটা ছিল রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের দিকে। সে বিষয়টা পৃথক বিতর্কের বিষয়। তবে একথা তো বোঝা যাচ্ছে যে কংগ্রেস দল স্বীকার করছে ৬৩ বছরে দেশটাকে দুটো পরিস্কার ভাগে ভাগ করে দেওয়া গেছে। ৬৩ বছরের মধ্যে ৫৩ বছরের বেশী সময় ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। তারাই আবার অন্যের সমালোচনা করেন।

কি বলবেন ? চালুনি বলে ছুঁচরে তোর পিছনে ...।

গঙ্গাবক্ষে প্রভু জগৎবন্ধুসুন্দরের নামকীর্ত্তন

নিজস্ব সংবাদদাতা : অন্য বারের মতো এবারও গত ২৮ নভেম্বর গঙ্গাবক্ষে প্রভু জগৎবন্ধুসুন্দরের নামকীর্ত্তন হয়ে গেল। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের বেশ কিছু ভক্ত দুটো বড় নৌকায় এই প্রয়াসে অংশ নেন বলে খবর।

RAMEL INDUSTRIES Ltd.
Regd. Off-15, Krishnanagar Road, Barasat, Kolkata-700126

মুর্শিদাবাদবাসীর জন্য সুখবর। Ramel Industries Ltd. অতি সত্বর সারা মুর্শিদাবাদে ৬টি Ramel Shoping Complex (Ramel Mart) এর উদ্বোধন করতে চলেছে।

* মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান শহরে কোন সম্পত্তি বিক্রয় থাকলে Ramel Mart এর জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ স্থান- Raghunathganj Branch

র‍্যামেল মানে ভরসা
র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস
র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

Organized and Published by Murshidabad Zone

পশ্চিমবঙ্গ যুব সংসদ প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার উদ্যোগে গত ২ ডিসেম্বর '১০ রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে যুব সংসদ প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক এনাউর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম। এই অনুষ্ঠানে রঘুনাথগঞ্জ হাইস্কুল, জঙ্গিপুর হাইস্কুল, রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল, জঙ্গিপুর গার্লস হাইস্কুল এবং জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের অংশ নেয়ার কথা থাকলেও শেষের তিনটি স্কুল অনুষ্ঠানে আসেনি। মহকুমা শাসক তাঁর ভাষণে বলেন, যুব এবং ছাত্র অবস্থায় জানা দরকার কিভাবে পার্লামেন্ট চলে, কেমন পদ্ধতিতে চলে। এইসব অনুষ্ঠানে বেশী সংখ্যক স্কুলকে ডাকা প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেক বক্তা গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও প্রসারে সচেষ্ট হওয়ার কথাই তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। আহিরণ হেমাঙ্গিনী উঃ বিদ্যালয়ের মেধাঋষি ব্যানার্জী কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। বিচারক ছিলেন বহরমপুর বি.এড. কলেজের অধ্যাপক গোপলচন্দ্র পাল ও বহরমপুর কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক মদনমোহন মণ্ডল। প্রথম স্থান অধিকার করে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অম্বুজাপদ রাহা।

পুলিশের সম্প্রীতি ফুটবল এলাকার (১ম পাতার পর)

গিরিয়া অঞ্চলের মানুষ সেকেন্দ্রা এলাকায় আসতে পারেন নি বা সেকেন্দ্রার মানুষ গিরিয়ায় যেতে পারেননি। এই খেলাকে ঘিরে উভয় এলাকার মানুষ সংখ্যায় কম হলেও অবাধে এলাকায় ঢুকে খেলা উপভোগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা প্রকাশ সাহা জানান – নেতাদের নির্দেশে কাজ না করে বা তাদের কথা মতো লোকজনকে গ্রেপ্তার না করলে অনেক নিরীহ মানুষ শান্তিতে গ্রামে বাস করতে পারবে। মানুষের সংশোধনের সুযোগ দেয়া হোক। সম্প্রীতি ফুটবল খেলা প্রসঙ্গে প্রকাশ বলেন, রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি.-কে এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এলাকার মানুষ আন্তরিকভাবে এই খেলা উপভোগ করেছেন। এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এলাকায় অব্যাহত রাখতে পুলিশ মহলকে অনুরোধ করছি। এতে এলাকার মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি অটুট থাকবে। তবে কোন পক্ষের নেতারা যেন মাথা না গলান। তিনি বলেন, পুলিশই পারে গ্রামের মানুষের মন থেকে ভীতি ও সন্ত্রাস দূর করতে।

জঙ্গিপুর পুরসভার লজ্জা – (১ম পাতার পর)

বড় বড় ঠিকাদারী সংস্থা, বিড়ি শ্রমিকদের পি.এফ. অফিস, আজ ভিড় করেছে রঘুনাথগঞ্জ শহর ও তার আশপাশ এলাকায়। শহরে সবজি বা মাছ-মাংসের বাজার বলতে পুরসভার ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের এক চিলতে রাস্তার দু'ধার আর জমিদারী আমলের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মাছের বাজার। সেখানে রবিবার বা ছুটির দিন মানুষের চাপে ঢোকা দায় হয়ে পড়ে। জীবিকার প্রয়োজনে অজস্র লোক শহরে ভিড় করলেও সন্ধ্যেয় এখানে সবজি বা মাছ-মাংসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাজারের স্বপ্ন আজও স্বপ্নেই থেকে গেছে। শহরের পরিধি সীমানা ছাড়িয়ে গেলেও সেই মান্ধাতার ফুলতলায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে এক চিলতে বাজার বা সদরঘাটে সন্ধ্যের দিকে দু'চারজন মাছ বিক্রেতা পসারা সাজিয়ে বসে থাকেন এই পর্যন্ত। স্টেডিয়াম তৈরীর পাশাপাশি শহরের ইজ্জত রক্ষায় স্থায়ী সব্জি ও মাছ মাংসের বাজার নির্মাণে পুর কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসুন।

তরুণ কবি

মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ

" দুনিয়া "

প্রকাশের মুখে

যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

সামসেরগঞ্জ থানা কালীপুজো কমিটি দুঃস্থদের কম্বল দিলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানা কালী পুজো কমিটি সব রকম বাহ্যাম্বর বজায় রেখেও উদ্বৃত্ত টাকায় দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিলি করে। কম্বল বিলিতে রাজনৈতিক নেতা ও কাউন্সিলাররা অংশ নেয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত দুঃস্থরা বাদ পড়েছে। নিজেদের আখের ঠিক রাখতে অনেক সাধারণ মানুষকে কম্বলের ভাগীদার করেছেন ঐ সব নেতা ও কাউন্সিলাররা বলে খবর।

গ্রামবাসীদের জনহিতকর উদ্যোগ (১ম পাতার পর)

রাস্তাটি পাকা করে দেবার আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে বলে জানা যায়।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

মাঘ ও ফাল্গুনের

বিয়ের কার্ড পছন্দ করে

নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস কেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।

❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।

❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।

❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।

❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।

❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –

অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী

শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়

SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।